দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মেলন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য ভাষা সম্মেলন উপলক্ষে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে পোস্টার প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন -বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মেলন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মেলন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এবছর সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হলো Language,

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী

Function and Inter-disciplining Digital Humanities. ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক ড. টেড গিবসন এবং ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ম্যাটি মিয়েস্তামো মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সারা বিশ্বের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভাষার সর্বজনীন আবেদন রয়েছে। তিনি ভাষার সর্বজনীন চেতনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ সম্মেলনে অংশ নেন।

স্বদেশ প্রতিদিন

ঐক্যবদ্ধ করতে ভাষার সর্বজনীন আবেদন রয়েছে

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

সারাবিশ্বের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভাষার সর্বজনীন আবেদন রয়েছে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। তিনি বলেন, ভাষার সর্বজনীন চেতনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে 'Language, Function and Inter-disciplining Digital Humanities' শীর্ষক শিরোনামে দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাষা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এ সব কথা বলেন।

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রোভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

স্বাগত বক্তব্য দেন- সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক ড. টেড গিবসন এবং ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ম্যাটি মিয়েস্তামো মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও গবেষকেরা এ সম্মেলনে অংশ নেন।

আমাদের বার্তা

ঐক্যবদ্ধ করতে ভাষার সর্বজনীন আবেদন রয়েছে

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

সারাবিশ্বের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভাষার সর্বজনীন আবেদন রয়েছে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। তিনি বলেন, ভাষার সর্বজনীন চেতনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে 'Language, Function and Inter-disciplining Digital Humanities' শীর্ষক শিরোনামে দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাষা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এ সব কথা বলেন।

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রোভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

স্বাগত বক্তব্য দেন- সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক ড. টেড গিবসন এবং ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ম্যাটি মিয়েস্তামো মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও গবেষকেরা এ সম্মেলনে অংশ নেন।

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাব আয়োজিত 'দশম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক বিতর্ক উৎসব' সোমবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে ফাইনাল বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন -বর্তমান

'দশম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক বিতর্ক উৎসব' সমাপ্ত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাব আয়োজিত 'দশম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক বিতর্ক উৎসব' সোমবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে। কলেজ পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ চ্যাম্পিয়ন এবং মিল্লাত ডিবেটিং ক্লাব রানার্স আপ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ডিবেটিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং সুফিয়া কামাল ডিবেটিং ক্লাব রানার্স আপ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে ফাইনাল বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। সোমবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি মো. রেজওয়ানুল হকের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. আজম প্রধান আলোচক এবং হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর ড. মো. এনামুল হক, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি অর্পিতা গোলদার ও সাধারণ সম্পাদক আদনান মুস্তারি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

যায়যায়দিন

ঢাবিতে ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭৫ শিক্ষার্থী

■ শিক্ষা জগৎ ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৭৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থী ২০২১ এবং ২০২২ সালের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ২৫ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ১০ জন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ১০ জন, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন, মনোবিজ্ঞান বিভাগের ৫ জন, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন এবং জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থী এই ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বণিক বার্তা

তিন কমিটির সুপারিশ পেলেই ডাকসু নির্বাচন : ঢাবি প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছে, সার্বিক প্রস্তুতির আগে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আগাম সময়সূচি ঘোষণার সুযোগ নেই। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিস থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে গঠিত কমিটিগুলোর চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার পরই নির্বাচনের বিস্তারিত সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শদান, নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন বা সংশোধন এবং ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন বা পরিমার্জনের বিষয়ে গঠিত তিনটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। কমিটিগুলো প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাসের ছাত্র সংগঠন, সাধারণ শিক্ষার্থী, সাংবাদিকসহ সব অংশীজনের মতামত গ্রহণ করছে। এরই মধ্যে তারা কয়েক দফা বৈঠক করে অংশীজনদের লিখিত মতামত নিয়েছে।

এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ফেব্রুয়ারির মধ্যে ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনার কথা বলেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে তা না করা গেলেও নির্বাচন বিষয়ে তিনটি কমিটি করেছে তারা।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশাকে আহ্বায়ক করে গঠিত ছয় সদস্যের কমিটি ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শ দেবে।

যায়যায়দিন

তিন কমিটির সুপারিশ পেলে তবেই হবে ডাকসু নির্বাচন

ঢাবি কর্তৃপক্ষ

■ যাযাদি ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছে, সার্বিক প্রস্তুতি সারার আগে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আগাম সময়সূচি ঘোষণার 'সুযোগ নেই'। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার পরই নির্বাচনের বিস্তারিত সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শদান, নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন/সংশোধন এবং ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন করার বিষয়ে গঠিত তিনটি কমিটি 'নিরলসভাবে' কাজ করে যাচ্ছে। এসব কমিটি প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিকসহ সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করছে। কমিটিগুলো ইতোমধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করে অংশীজনদের লিখিত মতামত গ্রহণ করেছে।

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ডাকসু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে মাঝে-মধ্যে শোরগোল হলেও সম্ভাব্য কোনো সময়সূচি এখানো ঘোষণা করা হয়নি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনার কথা বলেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে এখন তারা এ নির্বাচনের বিষয়ে গঠিত তিন কমিটির সুপারিশ পাওয়ার অপেক্ষার কথা বলছে।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশাকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি করা

● পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

তিন কমিটির সুপারিশ পেলে তবেই হবে ডাকসু নির্বাচন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শ দিতে।

এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলোচনা শেষ করেছে এবং শিগগিরই সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করবেবলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন বা সংশোধনের কাজ করছে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৭ সদস্যের কমিটি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন, ডাকসুর সাবেক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির ২০১৯ ও ২০২৫ সালের সদস্যবৃন্দ, হল প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর এবং আগের ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা করে। সভায় পাওয়া মতামত পর্যালোচনা করে এখন প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হককে আহ্বায়ক করে গঠিত আরেকটি কমিটি ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন বা পরিমার্জনের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের কাজ করছে।

এই কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। সেসব প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রাথমিক খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই খসড়ার ওপর অংশীজনদের মতামত নেওয়া হবে। চূড়ান্ত হওয়ার পর গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ করবে কমিটি। তবে এসব কমিটি কতদিনের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করবেতা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। বর্তমান বাস্তবতায় ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান নিয়ে সংকট না থাকলেও ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারসহ নানা বিষয়ে তারা একমত হতে পারেনি। ফলে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে আছে।

শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে ৩৭ বার। এর মধ্যে ২৯ বারই হয়েছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ৫০ বছরে। স্বাধীন দেশে ৫৩ বছরে মাত্র ৮ বার ভোট দেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ২০১৯ সালে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৪ ফাল্গুন ১৪৩১ DU in Media 27 February 2025

দৈনিক বাংলা

তিন কমিটির সুপারিশ পেলে তবেই ডাকসু নির্বাচন

ঢাবি কর্তৃপক্ষ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছে, সার্বিক প্রস্তুতি সারার আগে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আগাম সময়সূচি ঘোষণার 'সুযোগ নেই'। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার পরই নির্বাচনের বিস্তারিত সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শদান, নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন/সংশোধন এবং ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন করার বিষয়ে গঠিত তিনটি কমিটি 'নিরলসভাবে' কাজ করে যাচ্ছে। এসব কমিটি প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিকসহ সব অংশীজনের মতামত গ্রহণ করছে। কমিটিগুলো ইতোমধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করে অংশীজনদের লিখিত মতামত গ্রহণ করেছে।

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ডাকসু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে মাঝেমধ্যে শোরগোল হলেও সম্ভাব্য কোনো সময়সূচি এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনার কথা বলেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে এখন তারা এ নির্বাচনের বিষয়ে গঠিত তিন কমিটির সুপারিশ পাওয়ার অপেক্ষার কথা বলছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশাকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শ দিতে। এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সব ছাত্র সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলোচনা শেষ করেছে এবং শিগগিরই সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন বা সংশোধনের কাজ করছে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৭ সদস্যের কমিটি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সব ছাত্র সংগঠন, ডাকসুর সাবেক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির ২০১৯ ও ২০২৫ সালের সদস্যবৃন্দ, হল প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর এবং আগের ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা করে। সভায় পাওয়া মতামত পর্যালোচনা করে এখন প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক

এরপর পৃষ্ঠা ▸ ২ কলাম ▸ ৪

তিন কমিটির সুপারিশ পেলে তবেই ডাকসু

শেষ পৃষ্ঠার পর ››

মোহাম্মদ ইকরামুল হককে আহ্বায়ক করে গঠিত আরেকটি কমিটি ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন বা পরিমার্জনের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের কাজ করছে।

এই কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। সেসব প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রাথমিক খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই খসড়ার ওপর অংশীজনদের মতামত নেওয়া হবে। চূড়ান্ত হওয়ার পর গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ করবে কমিটি।

তবে এসব কমিটি কতদিনের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। বর্তমান বাস্তবতায় ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান নিয়ে সংকট না থাকলেও ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারসহ নানা বিষয়ে তারা একমত হতে পারেনি। ফলে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে আছে।

শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে ৩৭ বার। এর মধ্যে ২৯ বারই হয়েছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ৫০ বছরে। স্বাধীন দেশে ৫৩ বছরে মাত্র ৮ বার ভোট দেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ২০১৯ সালে।

১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে, প্রতি বছর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। ডাকসু মনোনীত পাঁচ শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিনেটের সদস্য হন।

তারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সুযোগের বিষয় তুলে ধরেন সিনেটে। তবে নির্বাচন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব থাকছে না।

মানবকণ্ঠ

তিন কমিটির সুপারিশ পেলে তবেই ডাকসু নির্বাচন, ঢাবি কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছে, সার্বিক প্রস্তুতি সারার আগে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আগাম সময়সূচি ঘোষণার 'সুযোগ নেই'। গতকাল পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

তিন কমিটির সুপারিশ পেলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার পরই নির্বাচনের বিস্তারিত সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শদান, নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন/সংশোধন এবং ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন করার বিষয়ে গঠিত তিনটি কমিটি 'নিরলসভাবে' কাজ করে যাচ্ছে। এসব কমিটি প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিকসহ সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করছে। কমিটিগুলো ইতোমধ্যে কয়েক দফা বৈঠক করে অংশীজনদের লিখিত মতামত গ্রহণ করেছে। দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ডাকসু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে মাঝে-মধ্যে শোরগোল হলেও সম্ভাব্য কোনো সময়সূচি এখানো ঘোষণা করা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনার কথা বলেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে এখন তারা এ নির্বাচনের বিষয়ে গঠিত তিন কমিটির সুপারিশ পাওয়ার অপেক্ষার কথা বলছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশাকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শ দিতে। এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলোচনা শেষ করেছে এবং শিগগিরই সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন বা সংশোধনের কাজ করছে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মামুন আহমেদকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৭ সদস্যের কমিটি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন, ডাকসুর সাবেক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির ২০১৯ ও ২০২৫ সালের সদস্যবৃন্দ, হল প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর এবং আগের ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা করে। সভায় পাওয়া মতামত পর্যালোচনা করে এখন প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হককে আহ্বায়ক করে গঠিত আরেকটি কমিটি ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন বা পরিমার্জনের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের কাজ করছে। এই কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। সেসব প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রাথমিক খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে।

সেই খসড়ার ওপর অংশীজনদের মতামত নেয়া হবে। চূড়ান্ত হওয়ার পর গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ করবে কমিটি। তবে এসব কমিটি কতদিনের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ শাসনামলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। বর্তমান বাস্তবতায় ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান নিয়ে সংকট না থাকলেও ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারসহ নানা বিষয়ে তারা একমত হতে পারেনি। ফলে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে আছে।

শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে ৩৭ বার। এর মধ্যে ২৯ বারই হয়েছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ৫০ বছরে। স্বাধীন দেশে ৫৩ বছরে মাত্র ৮ বার ভোট দেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ২০১৯ সালে। ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে, প্রতি বছর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। ডাকসু মনোনীত পাঁচ শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিনেটের সদস্য হন। তারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সুযোগের বিষয় তুলে ধরেন সিনেটে। তবে নির্বাচন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব থাকছে না।